পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

তিনটি দুর্লভ সাক্ষাৎকারঃ জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথে চলার এক উদাত্ত আহবান

শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম। এক অসম সাহসী বীর মুজাহিদের নাম। এক দুর্বার-দুর্জয় কমান্ডারের নাম। যার নাম শুনে পিলে চমকে উঠত ইয়াহুদ-নাসারাদের। যার কথা শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠত রুশ ভল্লুকদের ঝানুঝানু জেনারেলদের এবং চৌকস সেনা নায়কদের। যিনি একমাত্র জিহাদের জন্য স্ত্রী-পুত্র এবং পরিবার পরিজনের মোহনীয় হাতছানি উপেক্ষা করেছেন। বড় বড় সম্মানজনক পদমর্যাদা পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। নরম তুলতুলে পুষ্পশয্যা ত্যাগ করে যিনি বেছে নিয়েছিলেন বন-জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বতের দুর্গম গিরিকন্দর। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ আর আরাম আয়েশের পরিবর্তে গ্রহন করে নিয়েছিলেন জিহাদের রক্ত-রাঙা পথ। তিনি তাছবীহের সাথে সাথে হাতে তুলে নিয়েছিলেন শত্রু বিধ্বংসী অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র। তিনি শুধু একজন মুজাহিদ কমান্ডারই ছিলেন না- ছিলেন বিশ্বব্যাপী সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের দিক-নির্দেশক। তিনি ছিলেন জ্ঞানের এক বিশাল আঁধার। জিহাদের আহবান নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সারাবিশ্ব। গিয়েছেন মুসলিম নেতৃবৃন্দের দ্বারে দ্বারে তাদের জাগাতে, তাদের গাফলতের ঘুম ভাঙ্গাতে। ফিলিস্তিন, সুদান, সোমালিয়া, আফগান সব জায়গায়-ই ছিল তাঁর দীপ্ত পদচারনা।

সেই অকুতোভয় মুজাহিদ একদিন শহীদ হলেন। শত্রুর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে দুই পুত্রসহ শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করলেন। পাঁচ বছরের মুস'আব, এগার বছরের হামযা এবং ষোল-সতের বছরের ছেলে হুযায়ফা ও স্ত্রীকে রেখে তিনি চলে গেলেন আপন পালনকর্তার কাছে। চলে গেলেন শান্তি-সূখের জান্নাতে। পিতার শাহাদাতে মুস'আব, হামযা এবং হুযায়ফার কোমল হৃদয়ে নিশ্চয় শোকের ঝর বয়েছে। তবে পিতৃশোকে তাঁরা ভেঙ্গে পড়েনি, সাহস হারায়নি। ধৈর্য্যধারন করেছে। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে। পিতার শাহাদাত তাঁদেরকে বেঁচে থেকে শত্রুকে রুখতে প্রেরনা যুগিয়েছে। পিতার শাহাদাত তাঁদেরকে সিংহের ন্যায় চলার সবক দিয়েছে। শহীদের তাজা খুন তাঁদেরকে জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথে চলার সবক দিয়েছে। বাবার পথ ধরে মনযিলে মাকসুদে পৌছার দীপ্ত শপথ করেছে তাঁরা। তাদের তেজদীপ্ত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিম্নের তিনটি সাক্ষাৎকারের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। প্রতিটি শব্দে শব্দে। তাঁরা জিহাদ করবে,শহীদ হবে। ইসলামের প্রতিষ্ঠা তাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত আরবী সাময়িকী 'আল জিহাদ' মুস'আব, হামযা এবং হুযায়ফার তিনটি সাক্ষাৎকার ছেপেছিল। আশা করি বর্তমান তরুণ সমাজ এ থেকে জিহাদ ও শাহাদাত এবং সংগ্রামের অনুপ্রেরনা পাবেন।

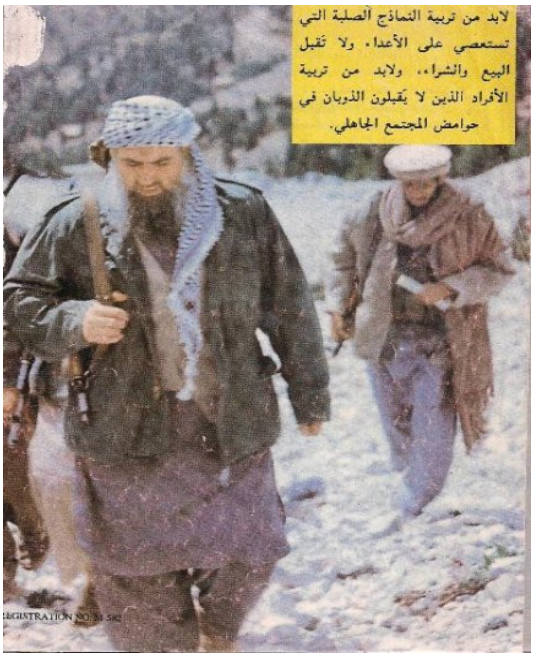

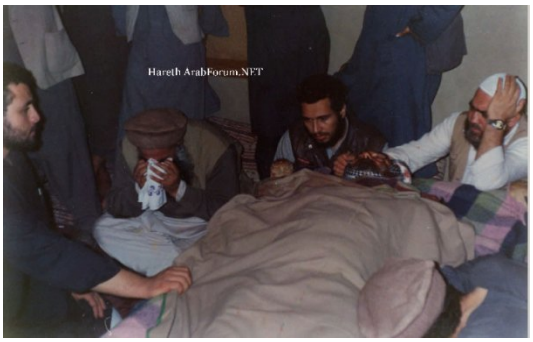

মুস’আব-এর সাক্ষাৎকারঃ

আল-জিহাদঃ তোমার বয়স কত?
মুস’আবঃ পাঁচ বছর।
আল-জিহাদঃ তোমার জন্ম কোথায়?
মুস’আবঃ ইসলামাবাদ,পাকিস্তান।
আল-জিহাদঃ তোমার পিতৃভূমি কোথায়?
মুস’আবঃ ফিলিস্তিনে।
আল-জিহাদঃ তোমার আব্বু এখন কোথায় আছেন?
মুস’আবঃ আব্বু এখন জান্নাতে আছেন।
আল-জিহাদঃ কে তোমার আব্বুকে শহীদ করেছে?
মুস’আবঃ কাফেররা আমার আব্বুকে শহীদ করেছে।
আল-জিহাদঃ কিভাবে তাঁরা তোমার আব্বুকে শহীদ করল?
মুস’আবঃ গোপনে তাঁরা আমার আব্বুর গাড়িতে বোমা মেরেছে। বোমার বিস্ফোরণেই আব্বু শহীদ হয়েছেন।
আল-জিহাদঃ তোমার আব্বুর সাথে আর কে কে ছিল?
মুস’আবঃ আব্বুর সাথে ছিলেন আমার বড় ভাই মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম। তাঁরাও এখন আব্বুর সাথে জান্নাতে আছেন।
আল-জিহাদঃ তুমিও কি তোমার আব্বু এবং তোমার ভাইদের কাছে যেতে চাও?
মুস’আবঃ জি, আমিও শহীদ হতে চাই। আমাকে যখন দাফন করা হবে, তখন জিবরাইল (আঃ) এসে আমাকেও জান্নাতে আব্বু এবং ভাইয়াদের কাছে নিয়ে যাবেন।
আল-জিহাদঃ শহীদ হওয়ার পূর্বে তুমি কি করতে চাও?
মুস’আবঃ যারা আমার আব্বুকে শহীদ করেছে, তাদের আমি হত্যা করতে চাই।
আল-জিহাদঃ তোমার আব্বুর শাহাদাতের খবর পেয়ে তোমার আম্মু কি করেছিলেন?
মুস’আবঃ আম্মু কেঁদেছিলেন। তবে হা-হুতাশ করেননি। শুধু বলেছিলেন ‘মাবরুক’।
আল-জিহাদঃ তুমি কি কখনও আফগানিস্তান গিয়েছিলে?
মুস’আবঃ জি, আমি তিনবার গিয়েছিলাম আফগানিস্তানে।
আল-জিহাদঃ তুমি কাকে বেশী ভালোবাস?
মুস’আবঃ আব্বুকে বেশী ভালোবাসি।
আল-জিহাদঃ তুমি কি তোমার আব্বুর জন্য দু’আ কর?
মুস’আবঃ জি, আমি সবসময় আব্বুর জন্য দু’আ করি এবং বলি, হে আল্লাহ্! আপনি আমার আব্বুকে জান্নাত নসীব করুন।

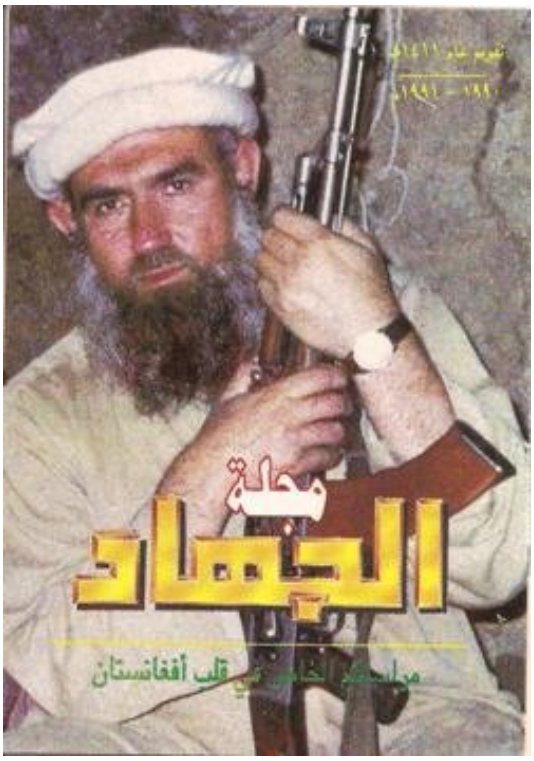

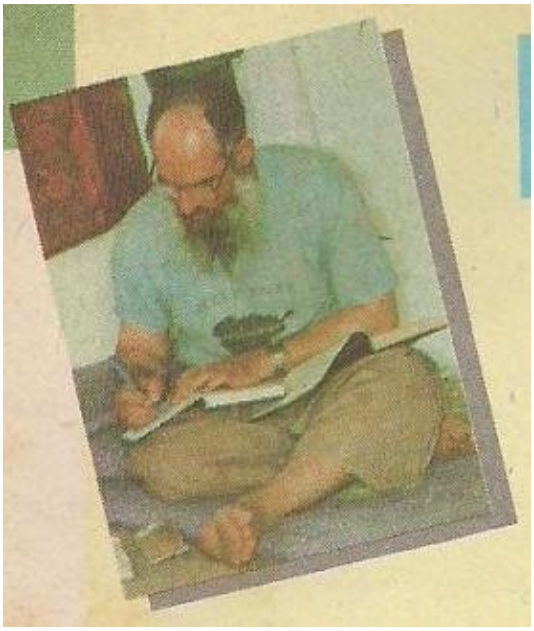

হামযার সাক্ষাৎকারঃ

আল-জিহাদঃ তোমার আব্বু এবং তোমার ভাইদের খবর কিভাবে জানলে?

হামযাঃ কে একজন এসে আমার আম্মুকে আব্বুর শাহাদাতের খবর দিয়েছিল। আব্বুর শাহাদাতের সংবাদ শুনে আম্মু বলেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তখন আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম আম্মু! কি হয়েছে? আব্বু এখন কোথায়? আম্মু বললেন তোমার আব্বু এখন আল্লাহ্‌র কাছে আছেন। এরপর একের পর এক লোক এসে আব্বু এবং ভাইয়াদের শাহাদাতের সংবাদ দিচ্ছিল। আমি আব্বুকে দেখতে হাসপাতালে চলে গেলাম। কিন্তু ততক্ষনে তাদের হাসপাতাল থেকে বারী নামক বস্তিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমিও সেখানে গেলাম। দেখলাম উস্তাদ সাইয়াফের ঘরের কাছে অনেক অনেক লোকের ভীড়। ভীড় ঠেলে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম কাপড় দিয়ে ঢাকা দু'টি খাটিয়া। একটি খাটিয়ার কাপড় তুলতেই দেখলাম কাপড় দিয়ে ঢাকা দু'টি খাটিয়া। একটি খাটিয়ার কাপড় তুলতেই দেখলাম, আমার বড় ভাই মুহাম্মদ। এরপর দ্বিতীয় খাটিয়ার কাপড় তুলে দেখলাম তাতে চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন আমার আরেক ভাই ইব্রাহিম। দুঃখ-বেদনায় হৃদয়টা ভারি হয়ে উঠল। চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুক্ষন পর তৃতীয় আরেকটি খাটিয়ার উপর চোখ পড়ল। তাঁর চারপাশে অনেক মানুষের ভীড়। আমি দৌড়ে গেলাম সেদিকে। কাপড় তুলে দেখি আমার আব্বু। আব্বুকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। তখন আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝড়ে পড়ছিল। আল্লাহ্ তদের সবাইকে জান্নাত নসীব করুন।

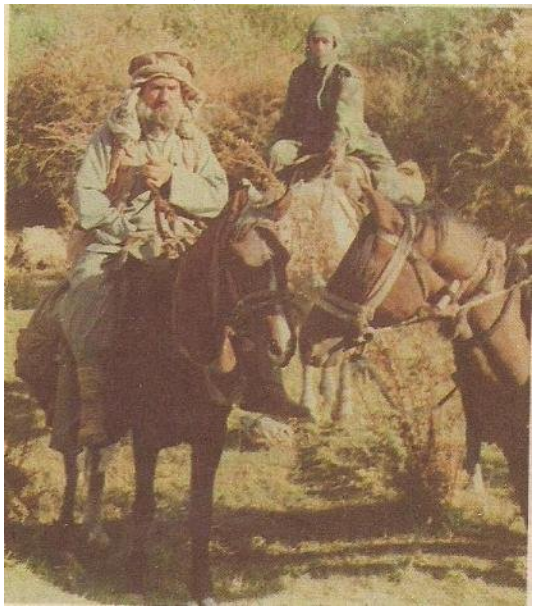

আল-জিহাদঃ তোমার আব্বু এবং ভাইদের শাহাদাতে তুমি কি খুব কষ্ট পেয়েছিলে?

হামযাঃ শুরুতে আমি সামান্য কেঁদেছিলাম। কিন্তু আমার ভাই এবং অন্যান্যরা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন,বুঝালেন। না কেঁদে দু'আ করতে বললেন। এরপর আর কাঁদিনি। উস্তাদ সাইয়াফের সাথে বসেছিলাম। তিনি তখন শহীদ ও শাহাদাতের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

আল-জিহাদঃ বাড়ি ফিরে এলে তোমার আম্মু তোমাকে কি বললেন?

হামযাঃ আম্মু বললেন কাঁদবে না। ভালমত পড়াশুনে করে তুমিও তোমার আব্বুর মত হও। আমার বড় ভাইয়া হুযায়ফাকে বললেন তোমার আব্বুর লাইব্রেরীর প্রতি খেয়াল রেখো এবং এখন থেকে লাইব্রেরীর কিতাবগুলো তুমি পড়া শুরু করে দাও।

আল-জিহাদঃ তোমার আব্বুর কোন্ কথাগুলো তোমার বেশী মনে পড়ে?

হামযাঃ আব্বু আমাকে বলতেন দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশবে না। প্রতিদিন ফজরের পর তিনি আমাদের পড়াতেন। ভালভাবে পড়া-শুনা করার তাগিদ দিতেন। বেশি বেশি মেহনত মুজাহাদা করতে বলতেন।

আল-জিহাদঃ তোমার আব্বুর মুখে শুনা সর্বশেষ কথাটি তোমার মনে আছে?

হামযাঃ চাশতের নামায পড়ে আব্বু শাহাদাত এবং ইলমের ফজীলত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং ইলমের মজলিসে ফেরেশতারা কিভাবে বসে থাকেন সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

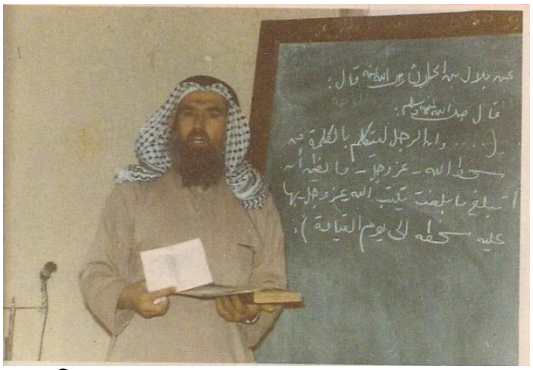

আল-জিহাদঃ তোমাদের সাথে তোমাদের আব্বু কেমন আচরন করতেন এবং কিভাবে তোমাদের তারবিয়াত করতেন?

হামযাঃ আব্বু অধিকাংশ সময় সফরে থাকতেন। যার ফলে তাঁকে আমরা খুব বেশী কাছে পেতাম না। কিন্তু যখন-ই আব্বু বাড়িতে আসতেন আমাদেরকে মানুষের দোষ চর্চা করতে নিষেধ করতেন। আমারা যেন আম্মুর

ক্রোধের কারন না হই সেদিকে সতর্ক থাকতে বলতেন। তিনি আমাদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার জন্য তাগিদ দিতেন। তিনি বলতেন এখন বিজ্ঞ ওলামার খুবই প্রয়োজন। তিনি বলতেন ওলামায়ে কেরাম ছাড়া ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আল-জিহাদঃ তোমার সমবয়সী অন্য সকল কিশোর উদ্দেশ্যে কিছু বলবে?

হামযাঃ শাহাদাতের মাধ্যমে আব্বুর বহুদিনের লালিত স্বপ্ন পূর্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁর আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এখনও পূরন হয়নি। তাই আমি বলি আমাদের সকলের উচিত, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার আব্বুর পদাঙ্ককে অনুসরন করা। কেননা আমার আব্বু আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের জান-মাল কোরবান করেছেন। এমন অসংখ্য কুরবানীর মাধ্যমেই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদেরকে আব্বুর শূন্যস্থান পূরন করতে হবে। আব্বু সবসময় বলতেন কেউ যদি জিহাদে আমাকে সাহায্য না করে, তবুও আমি জিহাদ করে যাব। কখনও আমি মুজাহিদদেরকে পরিত্যাগ করবো না।

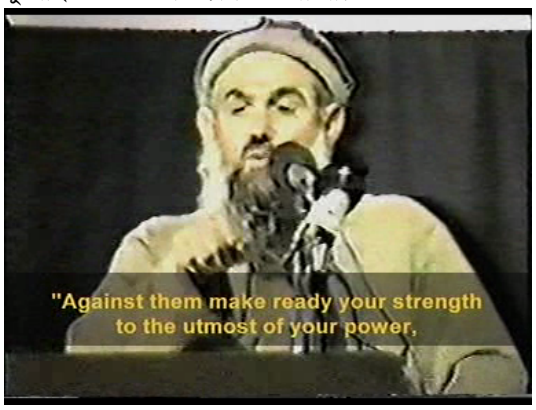

হুযায়ফার সাক্ষাৎকারঃ

আল-জিহাদঃ আপানার আব্বুর আখেরী হালাত সম্পর্কে কিছু বলুন।

হুযায়ফাঃ সেইদিন সকালে বড়ভাই ইবরাহীমের সাথে আমার ব্যায়াম করতে যাওয়ার কথা ছিল। তাই সকাল সকাল যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আব্বু বললেন সূরা কাহফ তিলাওয়াত এবং কিছু যিকর-আযকার করে যাও। সেদিন আমাদের বাড়িতে মেহমান আসার কথা থাকায় তেলওয়াত সেরে বাজারে গেলাম। বাজার থেকে ফিরে গেলাম ব্যায়াম করতে। বেশ কিছুক্ষন ব্যায়াম করে সাথীদের সাথে বাড়ি ফিরে আসলাম। ফেরার পথে বড় ভাইয়া ইব্রাহিম তাঁর সঙ্গীদেরকে এমনভাবে বিদায় জানাচ্ছিলেন, যেন এটাই তাদের সাথে তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

বাড়ি ফিরে দেখলাম আব্বু লিখছেন। আমাদেরকে আব্বু উঠলেন এবং গোসল করে নিলেন। আব্বুর পর মুহাম্মদ এবং ইব্রাহিম গোসল সেরে নিল। জুমআর নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় আব্বু আমাকে বললেন হুযায়ফা! তাড়াতাড়ি আমাদেরকে মসজিদে পৌছে দিয়ে আস। পরক্ষনেই আবার বললেন থাক তুমিতো এখনও গোসল করনি। গোসল করে নাও। আমি মুহাম্মদ আর ইব্রাহিমকে নিয়ে যাচ্ছি। আব্বু চলে গেলেন। আমি কাপড় পাল্টাতে ঘরে প্রবেশ করলাম। আম্মু ছিলেন রান্নাঘরে। ঠিক এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড বিস্ফোরনের শব্দ শুনতে পেলাম। বিস্ফোরনের শব্দ শুনেই আম্মু বললেন হুযায়ফা! তাড়াতাড়ি তোমার আব্বুর কাছে যাও। দেখতো কি হলো? আমি দৌড়ে বিস্ফোরনস্থলের দিকে গেলাম?

আল-জিহাদঃ আপনার আব্বু মসজিদে যাওয়ার আগে কি লিখছিলেন?

হুযায়ফাঃ নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে হিযবে ইসলামী এবং জমিয়াতুল মুজাহিদিনদের মধ্যে সন্ধির একটি চুক্তিপত্র তার কাছে ছিল, যা হেকমতিয়ার এবং রব্বানী কতৃক স্বাক্ষরিত ছিল। সেখানে গিয়ে শুনলাম আমার আব্বু আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার ভাই ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সূযোগ পাইনি। দ্রুত হাস্পাতালে গেলাম।কিন্তু ততক্ষনে তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তখন হাসপাতাল গেইটে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল।

আল-জিহাদঃ আপনার ভবিষ্যতের ব্যাপারে এখন কি ভাবছেন?

হুযায়ফাঃ ভাবছি, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আব্বু যেভাবে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন, আমিও আল্লাহর রাস্তায় আমার সবকিছু বিলিয়ে দিব।

আল-জিহাদঃ আপনার পড়া-শুনা সমাপ্ত করা এবং আপানার পিতার মিশন পূর্ন করার ব্যাপারে কি ভাবছেন?
হুযায়ফাঃ এখনওতো পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারিনি। কেননা বাড়িতে বড় কেউ নেই। তাছাড়া আমার ইমিডিইয়েট ছোট ভাইয়ের বয়স মাত্র এগার বছর। লেখা-পড়া অনিয়মত হওয়ার কারনে শেষ করতে দেরী হচ্ছে। তবে যখন সূযোগ আসবে তখন অবশ্যই আমার অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। তখন কোনরূপ শিথীলতা করব না।

আল-জিহাদঃ আপনার আব্বুর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।
হুযায়ফাঃ বাড়িতে খুব কম সময়-ই দিতে পারতেন আব্বু। জিহাদের কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। যার ফলে আমরা আব্বুকে বেশী একটা কাছে পেতাম না। তবে যখন-ই তিনি বাড়ি আসতেন আমাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের কথা বলতেন। যেন আমাদের হৃদয়ে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তিনি আমাদের পবিত্র কোরআন মজীদ হিফজ্ করাতেন।

আল-জিহাদঃ আপনার আব্বুর শাহাদাতের খবর কিভাবে শুনানো হয়েছিল আপনার আম্মুকে?
হুযায়ফাঃ দুর্ঘটনা ঘটার তিন ঘন্টা পর জনৈক ব্যক্তি আমাদের বাড়ি আসলে আম্মু তাঁকে বললেন আমি প্রচণ্ড বিস্ফোরনের শব্দ শুনে হুযায়ফাকে পাঠালাম। কিন্তু হুযায়ফা এখনও আসেনি। কি হয়েছে ওখানে। তখন লোকটি বলল তেমন কিছু হয়নি। সামান্য বিস্ফোরন ঘটেছে। শায়খ সামান্য আহত হয়েছেন। এখন হাসপাতালে আছেন। আম্মু তখন বললেন সত্যি করে বলুন তো কি হয়েছে? আপনি যখন জানতে পারবেন যে শায়খ এবং তার দুই ছেলে শাহাদাতবরন করেছে তখন আপনি কি করবেন? তখন আম্মু বললেন ইন্নালিল্লাহ...আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন। আল্লাহ্র কসম আম্মুর চেয়ে বেশি ছবরকারী নারী আমি দেখিনি।

আল-জিহাদঃ আপনার আব্বুর শাহাদাতের পর আপনার আম্মু আপনাকে কি বললেন?
হুযায়ফাঃ আব্বুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে বললেন।

আল-জিহাদঃ আমাদেরকে কিছু বলবেন কি?
হুযায়ফাঃ আব্বু যা আজ বারবার বলতেন তাই বলব। আব্বু সবসময় সকলকে জিহাদের প্রতি ডাকতেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করার কথা বলতেন। আর আলিমদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা আমার আব্বুর শূন্যস্থান পূরনে এগিয়ে আসুন।

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে বাব-উল-ইসলাম ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/register.php

বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এই ব্লগটি দেখতে পারেনঃ

http://ansarullah.co.cc/bn/

পরিবেশনায়
মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া